গাংনীতে আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী রাশিদুল ইসলাম জেল হাজতে

মেহেরপুরের গাংনীর আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী রাশিদুল ইসলামকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এসএম শরিয়ত উল্লাহ আদালতে হাজির হলে আদালত রাশিদুল ইসলামকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৩ই আগষ্টে জেলা বিশুদ্ধ খাদ্য অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে মেহেরপুরের সদর উপজেলার মদনা গ্রামের নাসির ফল ভান্ডারে মেয়াদ ও মুল্যতালিকা বিহীন দই ও রশগোল্লা মিষ্টি উদ্বার করে।

এসময় নাসির ফল ভান্ডারের স্বত্তাধীকারি নাসির উদ্দিন খাদ্য অধিদপ্তরকে জানায়, ওই সকল মিষ্টি জাতীয় পণ্য গাংনী উপজেলা শহরের আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে গাড়ি যোগে দোকান দোকানে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরে খাদ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্তাধীকারি রাশিদুল ইসলামকে মেয়াদ ও মুল্য তালিকা প্রদান না করার কারন জানতে চাওয়া হয়েছিলো।

পরে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আর কোন পণ্য মুল্য ও মেয়াদ ছাড়া তিনি প্রস্তুত করবেন না। এর পরেও জেলার কয়েকটি দোকানে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মেয়াদবীহিন পন্য পাওয়া যায়। এর পর তার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর সদরের নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি পরিদর্শক তারিকুল ইসলাম ।

সরকারি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন রুত শোভা মন্ডল,আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন, এ্যাড এ কে এম সফিকুল আলম ।

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আছাদুজ্জামান আর নেই

মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো: আছাদুজ্জামান (৫৭) কর্মস্থলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বুধবার দুপুর ২ টার দিকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানসহ জেলা উর্ধতন কর্মকর্তারা হাসপাতালে ছুটি গিয়েছেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সুপারিন্টেডেন্ট জমির মো: হাসিবুস সাত্তার জানান, হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় পালস কাজ করছিলো না। হাসপাতালে পৌছানোর আগেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এদিকে, বিকাল পৌনে চারটার দিকে হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ ঝিনাইদহের শৌলকুপাতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

মো: আছাদুজ্জামান মেহেরপুর এলজিইডিতে ২০১৮ সালের ১০ নভেম্বর নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ১৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৮ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত

জিআর মামলায় ৪ ও সিআর মামলায় ৩ জন আসামী রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপার মো:রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

স্ত্রী সাবিনা খাতুনের হত্যার পর স্বামী বিদ্যুত হোসেনের আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (২৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশে জনৈক আনসার আলীর বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে আমিসহ একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

স্থানীয়রা জানান, গতরাতের কোনো এক সময় বিদ্যুত তার পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩২) কে মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল

হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
নিহত সাবিনার মা নিছারননেছা জানান, গত তিনদিন সে তার শশুর বাড়ি কুমারীডাঙ্গা গ্রামে অবস্থান করছিল। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালের দিকে স্ত্রীসহ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে স্ত্রী সাবিনা খাতুন বাবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার পিতার বাড়িতে ফোন করেন। বিকালের দিকে সাবিনা খাতুনের ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন সাবিনা খাতুনকে নিতে আসলে বিদ্যুত ও তার চাচাত ভাইরা মিলে সাবিনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেই। এঘটনার পর রাতেই সাবিনাকে নির্মমভাবে মাথায় আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে বিদ্যুত।

ইতোমধ্যে গ্রামের লোকজন স্বামী বিদ্যুত হোসেনের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুত তার স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রেফতারের ভয়ে পালাতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুত হোসেন বিগত চার বছরে কবিতা খাতুন, আখি খাতুন, জান্নাতুন নেছা, ইসমত আরা ও সবশেষে সাবিনা খাতুনকে বিয়ে করে।
তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার চারটি স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। তার পঞ্চম স্ত্রীও তাকে তালাক দিতে চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসি।

উল্লেখ্য, বিদ্যুত গত চার বছরে মোট ৫ জন নারীকে বিয়ে করলেও প্রতিটি স্ত্রী এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন থাকার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। সাবিনা খাতুনকে প্রায় ১ মাস পূর্বে বিয়ে করেন। এদিকে ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীতে তালাক দিতে চাওয়ায় ৫ম স্ত্রীকে খুন করলেন স্বামী

পরপর চারটি স্ত্রী স্বামী বিদ্যুতকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। মাত্র এক মাস আগে সাবিনা খাতুন (৩২) কে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন বিদ্যুৎ। পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুনও এবার তাকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন। এবার সেটা হতে দেইনি পাষন্ড স্বামী বিদ্যুৎ। ছেড়ে যাওয়ার আগেই তাকে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে দিলো। ঘুমন্ত অবস্থায় সাবিনাকে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় বিদ্যুৎ।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুঞ্জনগর গ্রামের হুদাপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় এই নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে।

খবর পেয়ে আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) সকাল ৯ টার সময় গাংনী থানা পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল তৈরি করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, ধারনা করা হচ্ছে সাবিনা খাতুনকে ঘুমন্ত অবস্থায় ভারী কোনো বস্তু দিয়ে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
খবর পেয়ে তার নিজ ঘর থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেশীরা জানান, চার বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ হোসেন ৫ টি বিয়ে করেন। তার প্রথম স্ত্রী পার্শ্ববর্তি কৃুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রাজনগর গ্রামের আখি খাতুন বিয়ের মাত্র ৬ দিনের মাথায় তালাক দিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী গাংনী উপজেলার ইসমত আরা বিয়ের এক মাসের মধ্যে তালাক দিয়ে চলে যায়। তৃতীয় স্ত্রী চুয়াডার আলমডাঙ্গার জান্নাতুল নেছা বিয়ের মাত্র ১৫ দিনের মাথায় তালাক দিয়ে চলে যায়। চতুর্থ স্ত্রী পার্শ্ববর্তি সহড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের মেয়ে কবিতা খাতুন বিয়ের মাত্র ৬ দিনের মাথায় তাকে ছেড়ে চলে যায়। এসব বিয়ের কথা গোপন রেখে পঞ্চমবারের মত বিয়ে করে কুমারীডাঙ্গা গ্রামের সাত্তার আলীর মেয়ে সাবিনা খাতুনকে।

নিহত সাবিনা খাতুনের মা নিসারন নেছা বলেন, তিনদিন আমার বাড়িতে মেয়ে জামাই থেকে গতকালকেই এসেছে। এসেই হত্যা করলো। তিনি বলেন

আমার মেয়েকে বিয়ের আগে বলেছিলো বিদ্যুতের একটা বিয়ে হয়েছিলো। সেই বউ বেরিয়ে গেছে এজন্য আমরা তার সাথে বিয়ে দিয়েছি। তার শারীরিক সমস্যা ছিলো। তারপরেও আমার মেয়ে বলেছিলো স্বামীকে চিকিৎসা করাতে হবে। আজকে আমার মেয়েকেই হারিয়ে ফেললাম।

সেই বন্যা মন্ডলের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রতিবেদন প্রকাশের পর মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামের সেই অসহায় বন্যা মন্ডলের পরিবারটির পাশে দাাঁড়ালেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। বাড়িয়ে দিয়েছেন মানবিকতার হাত।

প্রাথমিকভাবে তাকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করার পাশাপাশি একটি বাড়ি নির্মাণ ও দোকানের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন জেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের নির্দেশে আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হুমায়ন কবির, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন রতনপুর গ্রামের অসহায় মাইকেল মন্ডলের পরিবারের সাথে দেখা করে হুইল চেয়ার প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান অসহায় পরিবারের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন। পরিবারের প্রধান প্রতিবন্ধী মাইকেল মন্ডলকে একটি হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তার জরাজীর্ণ টিনের ঘরটি ত্রাণ শাখার উদ্যোগে মেরামত করে দেওয়াসহ চা দোকানের জন্য কিছু অর্থ দেওয়ার স্বীদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বলেন, তার বসবাসরত যায়গাটি পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হচ্ছে। সেখানে সরকারীভাবে বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া যায় কিনা। অথবা অন্য কোনো স্থানে তাকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মাইকেল মন্ডল গ্যাংরিন নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে তার একটি পা কেটে ফেলা হয় কিছুদিন পর সে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বিছানাগত হয়ে দিনাতিপাত করছেন। তার স্ত্রী বন্যা মন্ডল সকালে বুয়ার কাজ, বিকালে চা দোকানী ও রাতে দর্জির কাজ করে ৪ সদস্যের সংসার পরিচালনা করেন। তার মেয়ে মেঘলা মন্ডল আইএ পরীক্ষার্থী ও ছেলে সোহাগ মন্ডল নার্সিং ডিপ্লোমা শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ইন্টার্নশীপ করছেন। তাদের মানবেতর জীবন নিয়ে “কষ্টের বানে ভাসছে বন্যা মন্ডল” শীরোনামে গত ২৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক কমিটি গঠন

আরমান আলী কে আহবায়ক ও কুন্নত আলীকে যে সদস্য সচিব করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান ও সদস্য সচিব মিজানুর রহমান।

গত ১৪ ই অক্টোবর মেহেরপুর বোসপাড়াস্থ জেলা কৃষক দলের কার্যালয়ে মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলকে সংগঠিত করার জন্য ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ এই আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আমদানিকারকের ট্যাগ ও মুল্য বিহীন অবৈধ বিদেশি কসমেটিকস ও পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মেহেরপুর শহরের দুটি কসমেটিকস ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা আদায় করেছে মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মেসার্স ভাই ভাই স্টোরকে ৭ হাজার টাকা ও মেসার্স ব্রাদার্স স্টোরকে ৭ হাজার টাকাসহ মোট ১৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, আমদানিকারকের ট্যাগ ও মুল্য বিহীন অবৈধ বিদেশি কসমেটিকস ও পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুযায়ী ৭ হাজার টাকা করে মোট ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সজল আহমেদ আরো বলেন এই দুই ব্যবসায়ীকে এর আগেও সতর্ক করা হয়েছিল। জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সেই বাদলের মাদক মামলায় দুই বছরের কারাদন্ড

ফেনসিডিল ও হেরোইন মামলায় মেহেরপুরের সেই বাদলকে ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও তিন হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিজ্ঞ বিচারক রিপতী কুমার বিশ্বাস আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরের দিকে এ রায় দেন।

দন্ডিত মো: বাদল মেহেরপুর শহরের দীঘিরপাড়া এলাকার মৃত আজম আলীর ছেলে। মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ১৮ জুলাই দুপুরের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে থেকে বাদলকে ৬

বোতল ফেনসিডিল ও ১০ গ্রাম হেরোইনসহ সদর থানার এসআই ছাহাবুলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম আটক করে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ আইনের ২৫(১) বি ধারায় এবং হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১)ধারায় টেবিলের ১(ক)১৯(৪) পৃথক আরেকটি এজাহার দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কৃষ্ণপদ গাইন মামলাটি তদন্ত শেষে প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-বি (১) ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক চার্জশীট প্রাপ্ত হয়ে মামলাটি নিস্পত্তির জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল -১ মেহেরপুরকে প্রেরণ করেন।
মামলার স্বাক্ষ্য গ্রহণ শেষে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতায় আইনের ২৫-বি(১)(বি) ধারায় দোষী সাবস্থ্য হওয়ায় তাকে দুই বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মো: বাদলের বিরুদ্ধে এর আগে প্রায় ডর্জন খানেক মাদক মামলায় যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেছেন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক। এছাড়া র্যাব ও পুলিশের খাতায় সে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে প্রায় ২ ডর্জ্জন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে।

মামলায় সরকারি পক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন আসাদুল আযম খোকন।

গাংনীতে চেকের মামলায়

সাজাপ্রাপ্ত আসামি মঞ্জুয়ারা গ্রেফতার

চেকের মামলায় আদালত কর্তৃক ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি মঞ্জুয়ারা খাতুন (৬০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) বিকালে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মঞ্জুয়ারাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতাকৃত মঞ্জুয়ারা খাতুন গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামের গোলাম সরোয়ারের স্ত্রী।

মঞ্জুয়ারার বিরুদ্ধে এসসি ৭৩০/২২ নং মামলায় যশোর জজকোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ তাকে এক বছরের সাজা অনাদায়ে ৪ বছরের কারাদন্ড দিয়েছেন। পরে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা দিলে গাংনী থানা পুলিশ তাকে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

আজ বিকালে মঞ্জুয়ারা খাতুনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

এদিকে শঞ্জুয়ারা খাতুনের ছেলে মাসুম জানান, ২০১৮ সালে আমার মা যশোরের এনজিও আরআরএফের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ নেন। সে সময় আরআরএফ এর মাঠ কর্মী আসিফকে দেড় লাখ ঋণের বিপরীতে তিনটি চেক প্রদান করা হয়। ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর সে দুই টা চেক ফেরত দেন। একটা চেক নিয়ে চলে যান। সেই চেক দিয়ে বাদী আসিফ নিজের পরিচয় গোপন করে আমার মায়ের নামে আদম ব্যবসায়ী হিসেবে মামলা দিয়েছেন। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাবো।